খণ্ড ১৩, সংখ্যা ১৫
Vol. 13, No. 15

ভাবনগর
BHĀBANAGARA

জুন ২০২১
June 2021

বাংলা অনুবাদ

কাহ্নপার দোহাকোষের মেখলা টীকা

অনুবাদক
প্রণয় চক্রবর্তী, বাসবদত্তা সেনগুপ্ত এবং সহিষ্ণু পারাশর্য্য

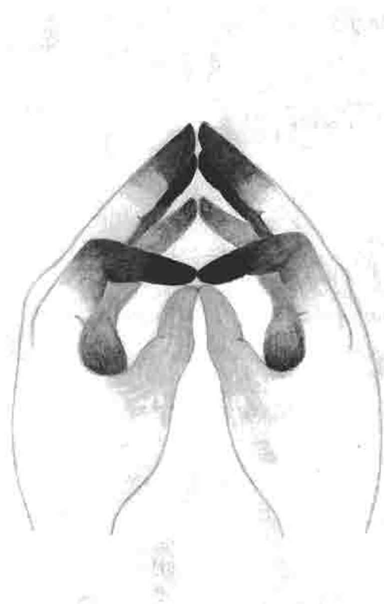

প্রণয় চক্রবর্তীর অংকনে সাধনমুদ্রা

Bengali Tanslation

Kāṇhapā's Dohākoṣa and Mekhalā commentary

Translated by Pronoy Chakraborty, Basabdutta Sengupta and Sahishnu Parasharya

Abstract

The article attempts to present translations of mahāsiddha Kāṇhapā's (or Kānhu/ Kāhṇa) Tantric Buddhist dohās (didactic couplets) from Magadhi Apabhraṃśa to modern Bengali, retaining the rhyming metre as close as possible to the original. Here, the translator believes that the dohās (and the caryās) of the siddhas, marked the moment of 'return to rhyming orality' from the written Mahayanist sutras, and also a significant moment in the formation of New Eastern Indo-Aryan languages.

The Mekhalā commentary to these dohās, written originally in Sanskrit (by an unknown author from circa 12th century) are translated as faithfully as possible to Bengali in an effort to provide keen insights into the complex processes of visualization and yogic exercises of breath, propagated through the esoteric couplets. Here, structurally the Bengali translation of the *Mekhalāṭīkā*, seeks to adhere as closely as possible to the Sanskritic tradition of commentating on a text which picks up a particular word or phrase, explains it and moves on to the next.

From the 32 dohās in Kāṇhapā's *Dohākoṣa* and its commentary, sequential stages of a siddha-lineage of ritualistic practice emerge, which posit the text as one of the early foundational vernacular discourses of the Mahāmudrā tradition. The text when looked at closely and critically, reveals layers of Nātha terminology and practice, inseparably fused with Tantric Buddhist concepts. The importance of the text in its contemporary times, is attested by the profuse citation of these dohās in other texts like the *Śubhāsita Saṃgraha* and the *Caryāgītikoṣa* with Munidatta's commentary.

[পূর্বপ্রকাশের পর]

দোহাকোষের 'আসল' পুথিতে লিখিত আছে ৩২টি বৌদ্ধ-তন্ত্রের গুহ্য-সাধনার দোহা, যার 'ভাষা' মগধী অপভ্রংশ। *দোহাকোষের* 'মেখলা' টীকা সংস্কৃতে রচিত। খুব সম্ভবত খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে অজ্ঞাতনামা কোনো ব্যক্তি নেপালের নেওয়ারি লিপিতে এটি রচনা করেন। *ভাবনগর*-এর আগের সংখ্যায় এই *দোহাকোষগীতিটীকা*-র ৩২টির মধ্যে প্রথম ১৫টি টীকার মূলপাঠ ও বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছিল। এ সংখ্যায় শেষের তথা ১৬ থেকে ৩২ সংখ্যক টীকার মূলপাঠ ও বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হলো।

১৬। জো সংবেঅই মণরঅণ অহরহ সহজ ফরন্ত।
সো পরু জানই ধম্মগই অন্ন কি মুনই কহন্ত॥

যে বুঝেছে মন-রতন অহরহ সহজ স্ফুরণ।
সে পরম জানে ধর্মগতি অন্যে মিছেই কহেন॥

যঃ সংবেত্তি মনোরত্নং কুলিশাজসংযোগাৎ অচ্যুতিরূপং বোধিচিত্তং অহর্নিশং সহজস্বভাবং পরিস্ফুটং স পরযোগীন্দ্রো ধর্মস্য যথাভূতগতিং জানাতি নান্যো ইন্দ্রিয়ঘর্ষণলক্ষণসুখাভিনিবিষ্টঃ ইতি অতএবাহ॥

যে সম্যকভাবে জানে মনরত্নকে, কুলিশাব্জ সংযোগ থেকে অচ্যুতিরূপ বোধিচিত্তকে; দিবারাত্র যার মধ্যে সহজ-স্বভাব পরিস্ফুটিত, সে পরমযোগীন্দ্র। তিনিই ধর্মের গতি জানেন, অন্য কেউ নয়। অন্যে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ঘর্ষণ সুখে অভিনিবিষ্ট। অতএব এই বলা হচ্ছে।

১৭। সহজানন্দে (পহম বহন্তে) ণিঅমন বন্ধন কিঅট জেণ।
তিহুঅণ সঅল বিফারিআ পুণু সংহারিঅ তেন॥

সহজানন্দে (পথ ভ্রমণে) নিজমন বন্ধন করেন যিনি।
ত্রিভুবন সকল বিস্ফারিয়া আবার সংহার করেন তিনি॥

স্পন্দরূপং বোধিচিত্তং স্থিরীকৃতং যেন যোগীন্দ্রেণ ত্রিভুবনং কায়ানন্দবাকানন্দচিত্তানন্দস্বরূপং সকলং নিরবশেষং স্ফুরিতং মত্বা পুনঃ সংহারিতং সহজানন্দে প্রবেশিতম্ সুখাভিধানে নিবেশিতম্ ইতি ভাবঃ॥ অত আহ॥

স্পন্দরূপ বোধিচিত্তকে স্থির করে, যে যোগীন্দ্র দ্বারা, ত্রিভুবনকে—কায়ানন্দ, বাকানন্দ, চিত্তানন্দ, স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে সকল স্ফুরিত করে পুনরায় সংহারিত করে; সেই যোগীন্দ্র সহজানন্দে প্রবিষ্ট, অর্থাৎ সুখাভিধানে নিবিষ্ট। অতএব বলা হচ্ছে।

১৮। কাহি তথাগত লব্ভাএ দেবী কোহগণেহি।
মণ্ডলচক্কবিমুক্ক অচ্ছউ সহজখণেহি॥

কাহে তথাগত লভ্যা দেবী ক্রোধগণে।
মণ্ডলচক্র বিমুক্ত হয়ে আছি সহজক্ষণে॥

অয়মর্থঃ। কিমর্থম্। চিত্তবজ্রতথাগতা দেবী ক্রোধগণে লভ্যতেতি মণ্ডলচক্রবিমুক্তঃ সহজক্ষণে তিষ্ঠামীতি সম্বন্ধঃ। স্কন্ধধাত্বা(ধ্যাত্বা)য়তন্যাঃ কালকায়বাক্চিত্তমণ্ডলদেবতাশ্চেৎ মহাসুখোপদেশসমরসীভাবং গতাঃ তর্হ্যেতদেব মহামণ্ডলং অতো নান্যতঃ পৃথগ্মণ্ডলমস্তীতি তথা গুটিকাতন্ত্রে। সর্ব্বাঙ্গভাবনাতীতং কল্পনাকল্পবর্জ্জিতম্। মাত্রাবিন্দুসমাযুক্তং এতন্মণ্ডলমুত্তমম্॥

এই অর্থ। কাহি অর্থাৎ কী অর্থে? চিত্তবজ্রতথাগতা দেবী ক্রোধগণে লাভ করে মণ্ডলচক্র বিমুক্ত হয়ে সহজক্ষণে অবস্থান করি। এই সম্বন্ধে-স্কন্ধধাতু আয়তন থেকে কাল-কায়া-বাক্-চিত্ত মণ্ডল-দেবতাগণ, মহাসুখ উপদেশ সমরসী ভাবকে গত হয়ে, সেটাই এই মহামণ্ডল। অতএব অন্য পৃথক মণ্ডল নেই। এমনটাই গুটিকাতন্ত্রে বলা হয়েছে—সর্বাঙ্গভাবনাতীত কল্পনাকল্প বর্জিত। মাত্রাবিন্দুসমাযুক্ত, এটাই সেই উত্তমমণ্ডল॥

১৯। সহজে নিচ্চল যেন কিয় সমরসে নিঅমণ রাঅ।
সিদ্ধে সো পুণ তক্খনে ণউ জরমরণহ ভাঅ॥

সহজে নিশ্চল (যার দ্বারা) কৃত সমরসে নিজমন রাজ হয়।
সিদ্ধ সে আবার তক্ষণে, নেই জরমরণে ভয়॥

অয়মর্থঃ। সহজে মহাসুখোপায়েন নিশ্চলমস্খলিতরূপং কায়ানন্দাদ্যেকরসী(লেশা)ভাবেন বোধিচিত্তং জ্ঞানানন্দচতুর্থং যেন যোগিনা কৃতমিতি সম্বন্ধঃ তদভ্যাসপর্য্যন্তেন (তদশ্বাসপর্য্যেতেন) বৃত্ত্যাগমন(তৎ)ক্ষণাৎ জরামরণং বিহায় সিদ্ধো ভবতি। মহামুদ্রাৎ সাক্ষাৎকরোতীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রীসমাজে। অরুণোদ্গমবেলায়াং সিদ্ধ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ। তমেবার্থং স্পষ্টয়ন্নাহ॥

এই অর্থ। সহজে মহাসুখ উপায়ের দ্বারা নিশ্চল, অস্খলিতরূপ কায়ানন্দের একরসী ভাবের দ্বারা, বোধিচিত্ত জ্ঞানানন্দ-চতুর্থ যে যোগীর দ্বারা কৃত হয়—এই সম্বন্ধে। সেই অভ্যাস পর্যন্তের দ্বারা বৃত্তির আগমনক্ষণ থেকে জরামরণকে পরিত্যাগ করে সিদ্ধ হয়। মহামুদ্রাকে সাক্ষাৎ করে—এই অর্থ। এবং তাই শ্রীসমাজে—অরুণ-উদয় বেলায় সিদ্ধি হয়, নেই এখানে সংশয়।

২০। ণিচল নির্ব্বিঅপ্প নিব্বিআর।
উঅঅ অত্থমণরহিঅ সুসার॥
অইসো সো নিব্বাণ ভণিজ্জই।
জহি মন মানস কিং পি ণ কিজ্জই॥

নিশ্চল নির্বিকল্প নির্বিকার।
উদয়-অস্ত রহিত, মন সুসার॥
এমনই সেই নির্বাণ-ভণে।
যেখানে মন-মানস কিছুই না করে।

অয়মর্থঃ। নিশ্চলং সর্ব্বসঙ্কল্পবায়ুভিরচলত্বাৎ, নির্ব্বিকল্পং মুদ্রারহিতত্বেন, নির্ব্বিকার-মিন্দ্রীয়াতীতত্বাৎ, উদয়াস্তংগমনরহিতত্বেন শরদমলমধ্যাহ্নসন্নিভম্, খসমাকারমেতন্নির্ব্বাণং ভণ্যতে। যত্র যাবন্মনশ্চিত্তং মনসা চতুরশীতিপ্রকৃতয়ো ন কিমপি ক্রিয়তে॥ এতাদৃশঃ স্বপরাপরসংকল্পং কিঞ্চিদপি ন জায়তে। তত্র প্রভাস্বরজ্ঞানোদয়সময় ইত্যর্থঃ॥

এই অর্থ। নিশ্চল সর্বসঙ্কল্পবায়ুসমূহের দ্বারা অচলত্ব হেতু নির্বিকল্প, মুদ্রারহিতত্বের দ্বারা নির্বিকার, ইন্দ্রিয় অতীত্ব হেতু, উদয়-অস্ত-গমন রহিতত্বের দ্বারা শরতের অমল-মধ্যাহ্ন সদৃশ, খসমাকার এই নির্বাণ—এমনই উক্ত। যেখানে মন-চিত্ত ও চতুরাশি প্রকৃতির দ্বারা কিছুই ক্রিয়া করে না। এইরকম স্বপর-অপর সঙ্কল্প কিছুই জন্মায় না। সেটাই প্রভাস্বর জ্ঞানোদয় সময়—এই অর্থ।

২১। এবংকার জে বুজ্ঝিঅউ তে বুজ্ঝিঅউ সঅল অশেষ।
ধম্মকরণ্ডহো সোহ রে ণিঅপহুধর বেশ॥

এবংকার যে বুঝেছে সে বুঝেছে সকল অশেষ।
সে যে ধর্মকরণ্ডক, নিজপ্রভুর ধর' বেশ॥

অয়মর্থঃ। এবংকার ইতি। শূন্যতাকরুণাভিন্নরূপিণী মহামুদ্রা ই থং এবংকারং যেনপ্রতীয়তে তেন যোগীন্দ্রেণ স্কন্ধধাত্বায়তনাদীনাং প্রতীতমিতি। সৈব মহামুদ্রা ধর্ম্মকরণ্ডকরূপা ধর্ম্মকায়াৎ। অতস্তেষাং করণ্ডকষ্ঠানাং সৈব রসং বোধনং নিজপ্রভোর্বজ্রধরস্য বেশ আভরণং অলংকারঃ শোভনমিতি যাবৎ। তথাচ শ্রীহেবজ্রে।

একারাকৃতি যদ্দিব্যং মধ্যে বংকারভূষিতম্। আলয়ঃ সর্বসৌখ্যানাং বুদ্ধরত্নকরণ্ডকম্॥

অন্যত্রাপ্যুক্তং। একারস্তু ভবেৎ মাতা বকারস্তু রতাধিপঃ। বিন্দুঃ চানাহতং জ্ঞানং তজ্জাতান্যক্ষরাণি চ॥

এই অর্থ। এবংকার ইতি। শূন্যতা-করুণাভিন্নরূপিনী মহামুদ্রা এই প্রকার এবংকার যার দ্বারা প্রতীত হয়, সেই যোগীন্দ্রের দ্বারা স্কন্ধধাতু আয়তন ইত্যাদি প্রতীত হয়। সেই মহামুদ্রা ধর্মকায়া হওয়ার হেতু ধর্মকরণ্ডকরূপা। অতএব তাদের সমূহের রসবোধ, সেই নিজপ্রভু (অর্থাৎ) বজ্রধরের শোভনীয় আভরণ-অলঙ্কার। এবং শ্রীহেবজ্রে।

যেই দিব্য একারাকৃতির মধ্যে বংকার-ভূষিত। সেই সর্বসৌখ্যের আলয়ই বুদ্ধরত্নকরণ্ডক॥

অন্যত্রও বলা হচ্ছে—একার হচ্ছে মাতা, বকার রত-অধিপ এবং বিন্দুই সেই অনাহত জ্ঞান; তার থেকে জাত অক্ষর-সমূহ।

২২। জই পবনগমনদুআরে দিত তালা বি দিজ্জই।
জই তসু ঘোরান্ধারে মন দিবহো কিজ্জই॥
জিনরঅণ (উঅজ্জই) উআরে জই সো বরু অম্বরু ছুপ্পই।
ভণই কাহ্ন ভব ভুংজতে নিব্বাণ বি সিজ্জই॥

যদি পবন-গমন-দুয়ারে দৃঢ় তালা বেঁধে দাও।
যদি সেই ঘোর অন্ধকারে মন-দীপ জ্বালাও॥
জিন-রতন উপরে যদি সেই অম্বর চুম্বন।
কাহ্ন ভণে ভব ভুজ্যমান নির্বাণ সাধন॥

অয়মর্থঃ। পবনস্য গমনদ্বারং তত্রাদদং যদিদমভেদিতমভেদ্যতালসংপুটীকরণং চন্দ্রসূর্যয়োর্মার্গনিরোধং দীয়তে। যদি তস্মিন্ ঘোরান্ধকারে মনোবৃত্তির্বোধিচিত্তং তদেব মহাসুখপ্রকাশত্বাৎ দীপঃ ক্রিয়তে, তজ্জিনরত্নং অধউর্দ্ধপদ্মং বরগগণাখ্যামবধূতী স্পৃশতি তমালিঙ্গয়তি। এতেন কিং স্যাদিত্যাহ। ভণতি কৃষ্ণবজ্রঃ তদেব ভবং ভুজ্যমানে সতি পঞ্চকামগুণানুভবং কুর্ব্বাণে নির্ব্বাণং মহামুদ্রাপদং সাক্ষাত্ভবতি॥ এতদেব স্পষ্টয়ন্নান।

এই অর্থ। পবনের গমনদ্বারকে, যার দুই অভেদিত অর্ধকে অভেদ্য তাল দ্বারা সম্পুট করা হয়। যদি সেই ঘোরান্ধকারে এই মনোবৃত্তি বোধিচিত্তরূপী মহাসুখপ্রকাশত্বের হেতু দীপ করা হয়, (সেই) অধঃ থেকে বরগগন নামক উর্ধ-পদ্মকে অর্থাৎ জিনরত্নকে অবধূতি স্পর্শ করে, তাকে আলিঙ্গন করে। এর দ্বারা কী হয়, তা বলা হচ্ছে। কৃষ্ণবজ্র বলছেন এই ভব উপভোগ করতঃ পঞ্চকাম গুণ অনুভব করতঃ সেই ভাবে উপভোগ করলে, নির্বাণ মহামুদ্রাপদকে সাক্ষাৎ হয়। অতএব এ বিষয়ে স্পষ্ট করার নিমিত্ত বলা হচ্ছে।

২৩। জো এথু নিচ্চল কিঅউ মন সো ধম্মক্খর পাস।
পবনহো বজ্ঝই তক্খণে বিসআ হোন্তি নিরাস॥

যে নাথ নিশ্চল করেছে মন সে ধর্মাক্ষর পাশ।
পবন বুঝেছে তক্ষণে বিষয় হতে নিরাশ॥

অয়মর্থঃ। স পুরুষো বজ্রাজযোগে নিশ্চলীকৃত্য মনো বোধিচিত্তং পূর্ব্বোক্তলক্ষণানা-হতাক্ষরমহামুদ্রাপার্শ্বে পবনোঽপি প্রাণবায়ুর্বধ্যতে। তৎক্ষণং ক্ষণান্তরং নাপেক্ষিত ইত্যর্থঃ। অষ্টাদশধাতুবিকাররহিতত্বাৎ। তথাচ সরহপাদাঃ

তে ধাতবঃ ক্ষীণতরা বভূবুর্বায়ুঃ স্বতন্ত্রো যত এষ এব। সা কামিনী কামুককণ্ঠলগ্না অদ্যাপি কিং কায়সুখং সুহৃন্মো॥ ননু ধর্ম্মাক্ষরমে(তৎ) কুত্র জ্ঞাতব্যমিতি॥

এই অর্থ। সেই পুরুষ বজ্র-অজ-যোগে মনকে নিশ্চল করে, পূর্বোক্ত লক্ষণ(যুক্ত) অনাহত অক্ষর মহামুদ্রার পাশে বোধিচিত্ত স্থিত। পবন-প্রাণবায়ুকে বধ্য করে।

তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ ক্ষণান্তরের অপেক্ষা না করে—এই অর্থ। অষ্টাদশ-ধাতু-বিকার-রহিতত্ব হেতু (বিষয় থেকে নিরাশ)। এবং তাই, সরহপাদগণ:

সেই ধাতু-সমূহ তুলনামূলকভাবে ক্ষীণতর হওয়ায়, যেমন স্বতন্ত্র তেমনই সেই কামিনি কামুক-কণ্ঠলগ্না হওয়ায়, এখন কায়াসুখ কি আমার সুহৃদ? এই ধর্মাক্ষর কোথায় জ্ঞাতব্য হয়—সেটা বলা হচ্ছে।

২৪। পরম বিরম জহি বেণ্ণি উএক্খই।
তহি ধম্মক্ষর মজ্ঝে লক্খই॥
অইস উএসে জই ফুড সিজ্ঝই
পবনঘরিণি তহিঁ নিচ্চল বজ্ঝই॥

পরম-বিরম যেথা দুই উপেক্ষিত।
সেথা ধর্মাক্ষর মাঝে লিখিত॥
এই উপদেশে যদি স্পষ্ট করবে সাধন।
পবন গৃহিণী সেথা হবে নিশ্চল বন্ধন॥

অয়মর্থঃ। পরমবিরমৌরাগবিরাগৌকালবিকালরূপৌদ্বাবুপেক্ষধবং। তত্রধর্মাক্ষরমুক্তলক্ষণং ষোড়শীকলারূপং মধ্যে লক্ষয়েদিতি। পূর্ব্বোক্তজ্ঞানমুদ্রোপদেশপ্রতিপাদনার্থমাহ। ঈদৃশেন মন্ত্রোনয়োপদেশেন যদি স্ফুটমেতৎ জ্ঞানমুদ্রা সিদ্ধ্যতি সম্পদ্যতে। তদা কিং ভবতীত্যাহ। প্রাণবায়ো গৃহিণ্যাঃ তস্যা জ্ঞানমুদ্রায়াঃ শবরীরূপায়াঃ স্থিরং বাধ্যতে নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ। ননু শবরী তাবৎ পতিতা, শবরঃ পুনঃ কিংভূতঃ কুত্র বসতীত্যাহ॥

এই অর্থ। পরম-বিরম রাগ-বিরাগ কাল-বিকাল—এই দুইই উপেক্ষণীয়। সেখানে উক্ত ধর্মাক্ষর ষোড়শীকলারূপ মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। পূর্বোক্ত জ্ঞানমুদ্রা উপদেশপ্রতিপাদন অর্থে বলা হচ্ছে। এইরূপ মন্ত্র নয় উপদেশের দ্বারা যদি বিকশিত এই জ্ঞানমুদ্রা সিদ্ধ হয়, সম্পন্ন হয়। তখন কী হয়—এই বলা হচ্ছে। গৃহিণীরূপী প্রাণবায়ু, তার জ্ঞানমুদ্রা অবস্থিত শবরীরূপ স্থিরতাবধ্য হয়, অর্থাৎ নিশ্চল হয়—এই অর্থ। এবার, শবরীকে পাতিত করে, পুনরায় শবর কী রকম কোথায় বাস করে তা বলা হচ্ছে।

২৫। বরগিরিসিহরু উত্তুঙ্গ মুণি সবরে জহিঁ কিঅ বাস।
ণউ সো লংঘিঅ পঞ্চাননেহিঁ করিবর দুরিঅ আস॥

গিরিবর শিখর তুঙ্গস্থলে মুনি শবরে যেথা করে বাস।
পঞ্চানন না করে লঙ্ঘন, দূর হয় করিবরের আশ॥

বরগিরিঃ স এবং পূর্ব্বোক্তগিরিস্থানে শিখর কৃঙ্গ তদেব মহাসুখাধারত্বাৎ উত্তুঙ্গ মহৎ তত্র শবরেণ বজ্রধরেণ ভগবতা কৃতো বাসঃ কিংবিশিষ্ট ইত্যাহ। ন তল্লঙ্ঘিতো নাক্রান্তঃ কেনেতি পঞ্চমণ্ডলাত্মকপ্রাণপবনকরিবরস্য চিত্তগজেন্দ্রস্য দূরতরমিতি॥

বরগিরি অর্থাৎ (দোহা ১৪) গিরিবর ব্যাখ্যায় পূর্বোক্ত। শিখর অর্থাৎ কৃঙ্গ। এই কৃঙ্গই মহাসুখাধার। উত্তুঙ্গ অর্থাৎ মহৎ। সেখানে শবরের দ্বারা অর্থাৎ ভগবান বজ্রধরের দ্বারা কৃত বাস—তার বৈশিষ্ট্য বলা হচ্ছে। সেটি লঙ্ঘিত হয় না, আক্রান্ত হয় না। কোনো কিছুর দ্বারা, সেটি এই স্থলে পঞ্চমণ্ডলাত্মক প্রাণপবনরূপী হস্তীর দ্বারা, চিত্তগজেন্দ্র দূরগম্য।

২৬। এহসো বরগিরি কহিঅ মই এহ সো মহাসুহথাব।
এত্থুরে ণিঅম সহজক্ষণ লবভই মহাসুহ জাব॥
(বরগিরিসিহরু এহ সো গিরিবর কহিঅ।
মঈ এহ সো মহাসুহথাব॥
এক্খু সো ণিঅম সহজখণ।
ণ হহ মহাসুহ জাব॥)

এই সেই গিরিবর, আমি বলি এই সেই মহাসুখ-বসত।
এইই নিয়ম, সহজক্ষণ লাভ করে না মহাসুখ যাবৎ॥

অয়মর্থঃ॥ স এব গিরিবরঃ কথিতো ময়া কৃষ্ণবজ্রেণ নান্যেন কথিতং মদ্বিধা অপরে কথিতুং (ন) সমর্থ ইতি বিবৃত্যা এতদেব মহাসুখস্থান পূর্ব্বোক্তমেব স্থলী এতস্মিন্ । তদেব মহাসুখলক্ষণং নির্ব্বার্ণং কুরুত যাবচ্চতুর্দশভূমীশ্বরো বজ্রধরপদং ন লভ্যতে। কিম্ভূতহসৌ বজ্রধর ইত্যাশঙ্ক্যাহ।

এই অর্থ। সেই বরগিরিই—আমার কৃষ্ণবজ্রের দ্বারা কথিত, অর্থাৎ অন্যের দ্বারা কথিত নয়। আমার ন্যায় ব্যাখ্যা অপরের দ্বারা সম্ভব নয়—এই বিবৃতি। এটাই সেই পূর্বোক্ত মহাসুখস্থান। সেটাই মহাসুখলক্ষণসম্পন্ন নির্বাণ। যাবৎ চতুর্দশভূমীশ্বরকে অর্থাৎ বজ্রধরপাদকে লাভ করা যায় না। কী প্রকারের এই বজ্রধর—তা আশঙ্কা করে বলা হচ্ছে।

২৭। সবজগু (স বজ্রগুরু) কাঅ বাঅমণ মিলিঅ বিফুরই তহি সোসুরে (সো দূরে)।
সো এহ (বিতক্ক) ভঙ্গে মহাসুহ নিব্বাণ এক্কু রে (এথুরে)॥

সব জগৎ কায়া-বাক-মন মিলে বিস্ফারিয়া সেই শরীরে।
সেই এই (বিতর্ক) ভঙ্গে মহাসুখ ও নির্বাণ একই রে॥

অয়মর্থঃ। সর্ব্বে তে বৈরোচনাদয়স্তথাগতা রূপাদিপঞ্চস্কন্ধরূপেন জগদাকারাস্তেষাং কায়বাক্চিত্তং পৃথিব্যাদিরূপেণ বৈরোচনাদিদেব্যাহি তাভিমিলিতমেকলোলীভূতং মহারাগাদি সংবোধিলক্ষণবজ্রধরশরীর ক্ষীরনীরন্যায়েন এভিঃ সমরসীভাবঃ তত্রৈব বজ্রধরশরীরে তদেব কায়বাক্ চিত্তাদিকং জলতরঙ্গন্যায়েন বিস্ফুরতি অনেন ত্রৈধাতুকং বজ্রধশরীরমিত্যর্থঃ॥

এই অর্থ—সর্বে অর্থাৎ তারা বৈরোচনাদি তথাগত। পঞ্চস্কন্ধ-রূপের দ্বারা জগৎ আকার, তাদের কায়া-বাক্-চিত্তকে পৃথিবী ইত্যাদি রূপের দ্বারা বৈরোচনাদি দেবীগণ কর্তৃক মিলিত একলোলীভূত। মহারাগাদি সংবোধিলক্ষণ বজ্রধর শরীর। ক্ষীর (দুধ) ও নীর (জল) সমরসে মিলিত হয়েছে, সেটা বজ্রধরের শরীরে। সেখানে কায়-বাক-চিত্ত জলতরঙ্গের মতো বিস্ফুরণ হচ্ছে। এই সকল মিলিয়ে তিন ধাতুর বজ্রশরীর—এই অর্থ।

২৮। এক্ক ণ কিজ্জই মন্ত ণ তন্ত
ণিঅঘরিণি লই কেলি করন্ত।
ণিঘর ঘরিণী জাব ণ মজ্জই
তাব কি পঞ্চবর্ণ বিহরিজ্জই॥

একটুও না করে মন্ত্র না তন্ত্র
নিজগৃহিণী নিয়ে কেলি করন্ত।
নিজগৃহিণী যখন ডুবে না ভিতরে
তবে কী কৃত পঞ্চবর্ণ বিহারে?

অস্যায়মর্থঃ। একমপি ন ক্রিয়তে মন্ত্রে ন মন্ত্রজাপঃ তন্ত্রো ন তন্ত্রপাঠঃ নিজগৃহিণী জ্ঞানমুদ্রা শুচিত্বাবভাসা সদ্গুরূপদেশেন তাং গৃহীত্বা কেলি ক্রীড়াং কুর্ব্বতা যোগিনা স্থেয়মিতি। তথাবাদিচ।
কেচিত্তস্যাভাসমাত্রা সুমনসি জনিতা দর্শবিম্বোপমা বৈ
যোগীন্দ্রৈঃ সেবনীয়া পরমজিনসুতৈঃ সেবিতা যা চ বুদ্ধৈঃ।
সা জ্ঞানার্চ্চিঃ প্রবৃদ্ধা দহতি সবিষয়ং মারবৃন্দং সমস্তং
রাগাদিশ্চাপি কায়ে দহতি সমসুখং যোগিনাং বর্ষযোগাৎ॥

এতস্যাং ভগবত্যাং আসক্তেন যোগিনা মন্ত্রতন্ত্রগ্রহো ন কর্ত্তব্যমিতি। নিজগৃহিণী মহামুদ্রারূপং তত্র গৃহিণী সৈব জ্ঞানমুদ্রা যাবন্ন মজ্জতি ন লীয়তে তাবৎ কিং পঞ্চবর্ণসংস্থানৈঃ কিং ক্রিয়ত ইতি। অস্যা এব মহামুদ্রায়াঃ ফলং সাধনোপায়ত্বং নিশ্চয়েন দর্শয়ন্ পুনস্তেবাহ॥

এর এই অর্থ। একটিও করতে হয় না—মন্ত্র অর্থাৎ মন্ত্রজাপ, তন্ত্র অর্থাৎ তন্ত্রপাঠ। নিজগৃহিণী অর্থাৎ প্রভাসমান জ্ঞানমুদ্রা। সদ্গুরুর উপদেশে তাকে গ্রহণ করে কেলি অর্থাৎ ক্রীড়া কর্তব্য যোগীর দ্বারা। সেইরূপ বলা হয়।

কখনও তার আভাসসমাত্রা সুমনে জাত দর্শবিম্বোপমা
যোগীন্দ্রের দ্বারা সেবনীয়া, পরম পুত্রের দ্বারা সেবিতা, এবং বুদ্ধের দ্বারা যে।
সেই জ্ঞানশিখা বৃদ্ধিযুক্ত হয়ে দহন করে সবিষয়কে, মারবৃন্দকে, সমস্তকে
রাগাদিকেও কায়ায় দহন করে, সমসুখ যোগীদের বর্ষযোগ থেকে॥

এই ভগবতীর আসক্তি-প্রভাবে যোগীর মন্ত্র প্রয়োজন নেই। নিজগৃহিণী মহামুদ্রারূপ জ্ঞানমুদ্রা, যাবৎ নিমজ্জিত হন না, অর্থাৎ বিলীন হন না; তাবৎ পঞ্চবর্ণ সংস্থানের দ্বারা কীই বা কর্তব্য? তারপর কী—পঞ্চবর্ণ সংস্থানের দ্বারা কী করা হয় এই। এই মহামুদ্রার ফল ও সাধনোপায় নিশ্চয় ভাবে দর্শন করানোর জন্য পুনরায় তিনি বলছেন।

২৯। এসো (এতে) জপহোমে মণ্ডলকম্মে
অনুদিন অচ্ছসি কাহিউ ধম্মে।
তো বিণু তরুণি নিরন্তর নেহে
বোহি কি লাভই এণ বি দেহে॥

এসব জপ-হোম মণ্ডলকর্মে
অনুদিন আছিস কী ধর্মে?
বিনা তরুণীর নিরন্তর স্নেহে
বোধি কি লাভ হবে এই দেহে?

অনেন বাহ্যভূতেন হোমেন মণ্ডলকর্ম্মণা অনুদিনং তিষ্ঠসি, কিং মূঢ় মনসা(মূ)ঢ় (কেন) প্রকারেণ। কথমেতৎ সর্ব্বং নিস্ফলমিতি। তয়া বিনা সদৈব রাগময়ঃ তরুণ্যা মহামুদ্রয়া সহ রতিরন্তরমনবচ্ছিন্নানুরাগস্তেন বিনা কিং মহামুদ্রা লভ্যতে অনেন মনুষ্যদেহেনেতি। মনুষ্যদেহং বিহায় দেহান্তরেণ বোধির্নস্যাৎ কিং সত্যমেতৎ। কুতঃ নরা বজ্রধরাকারা যোষিতো বজ্রযোষিতো ইতি বচনাৎ তস্যাঃ ফলমাহ॥

এই বাহ্যভূতের দ্বারা, হোমের দ্বারা, মণ্ডলকর্মের দ্বারা প্রতিদিন অবস্থান কর, কি মূঢ় প্রকারের দ্বারা? কী করে কর এটা? এগুলো সব নিস্ফল। তার বিনা সদাই রাগময় তরুণীর দ্বারা মহামুদ্রার সাথে রতি অন্তরমন অবচ্ছিন্ন অনুরাগ—তার বিনা কি মহামুদ্রা লাভ হয় এই মনুষ্যদেহের দ্বারা? মনুষ্যদেহকে পরিত্যাগ করে দেহান্তরের মাধ্যমে বোধি হয় না—এ কী সত্য? কোথায় (দৃষ্ট)? "বজ্রধররূপ নরদের নারীই বজ্রনারী"—এই বচন থেকে (অর্থ)। তার ফল সবন্ধে বলা হচ্ছে।

৩০। যে বুজ্ঝিঅ বিরল সহজখণ (সুণ্) কাহি রে বেঅপুরাণ।
তেঁ তুড়িয় (পোতোলিঅ) বিষয়বিয়প্প জগু রে অশেষ পরিমাণ (বিমান)॥

যে বুঝেছে বিরল সহজক্ষণ, তার কী বা বেদ-পুরাণ।
সে ভেঙেছে বিষয়-বিকল্প, জগতের অশেষ পরিমাণ॥

যেন প্রতীতং সদোদিতং মহামুদ্রাস্বরূপং সহজলক্ষণং পূর্ব্বস্মাৎ খ্যাতমাগমং তেন যোগিনা সকলবিকল্পাবশেষমনো অহংকার স্ফোটিতন্মুলতমিত্যর্থঃ৷৷

যার দ্বারা প্রতীত হয়, সদা উদিত হয় মহামুদ্রাস্বরূপ সহজলক্ষণ। আগম (অর্থে) —পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই যোগীর দ্বারা সকল বিকল্প অবশেষ যথা মন ও অহংকার স্ফুরিত হয় অর্থাৎ উন্মুলিত হয়—এই অর্থ।

৩১। জে কিঅ নিচ্চল মণরয়ণ ণিঅ ঘরিণী লই এথ।
(সো) সো বাজির ণাহরে ময়ি বুত্ত পরমথো৷৷

যে করেছে নিশ্চল মনরতন নিজ-গৃহিণী নিয়ে এখানে।
সেই যে বজ্রনাথ, আমি বলছি পরম-মানে৷৷

অয়মর্থঃ। যেন কৃতংপ্রচণ্ডালী চালয়িতুমশক্যত্বাৎ নিশ্চলং মনোরত্নং বোধিচিত্তং নিজগৃহিণী ইয়মেব দিব্যমুদ্রা তত্রৈব এবংকারে মহাসুখস্থানে স এব বজ্রী বজ্রধরো নাথঃ কায়বাক্চিত্তপ্রভুঃ। উক্তো ময়া কৃষ্ণবজ্রেণ পরমোহকৃত্রিমোহয়মর্থঃ।এতস্মিন্নন্যথা নাস্তীত্যর্থঃ৷৷ এতদেব স্পষ্টয়ন্নাহ।

এই অর্থ। যার দ্বারা প্রচণ্ডালী চালিত হতে, অসক্ষম হওয়ায় নিশ্চল। মনরত্ন অর্থাৎ বোধিচিত্ত, নিজগৃহিণীর মতোই এই দিব্যমুদ্রা। তাকে এবংকারে অর্থাৎ মহাসুখস্থানে বসিয়ে, সে হচ্ছে বজ্রী, অর্থাৎ বজ্রধর নাথ, অর্থাৎ কায়া-বাক্-চিত্ত-প্রভু। আমার দ্বারা অর্থাৎ কৃষ্ণবজ্রের দ্বারা উক্ত- এই পরম অকৃত্তিম—এই অর্থ। এর অন্যথা অর্থ নেই। সেটাই স্পষ্ট করার জন্যে বলছেন।

৩২। জিম লোণ বিলিজ্জই পাণিএহি তিম ঘরিণী লই চিত্ত।
সমরস জাই সো তক্খণে জই পুণু তে সম ণিত্ত৷৷

যেমন নুন গোলে জলে, তেমন গৃহিণী লই চিত্ত।
সমরসে যায় সে তক্ষণে, যদি পুনঃ স্থিত সম-নিত্ত৷৷

অয়মর্থঃ। যথা লবণং বিলীয়তে পানীয়েন তথা গৃহিণী জ্ঞানরূপিণী গৃহিত্বা চিত্তং সমরসমেকলোলীভাবং গচ্ছেৎ তৎক্ষণং যদিপুনস্তয়া সুখচিত্তরূপয়া গৃহিণ্যা সমং নিত্যং অবস্থিতো ভবতীতি এতেন যুগনদ্ধা বজ্রসত্তা দর্শিতা ইতি৷৷

ইত্যাচার্য্যপাদীয়দোহাকোষমেখলাটীকা সমাপ্তম্।
শুভসংবৎ (নেপাল) ১০২৭ মিতি শুদ্ধ চৈত্র শুক্রে ৬ গুরু বা দিনে লিখিতম্। শুভং ভূয়াৎ৷৷

এই অর্থ। যেমন লবণ বিলীন হয় পানীর দ্বারা তেমনই জ্ঞানরূপিনী গৃহিণীকে গ্রহণ করে, তৎক্ষণাৎ চিত্ত সেই সমরস একলোলীভাবে গমন করে, যতক্ষণাৎ পুনঃ পুনঃ সুখচিত্তরূপী গৃহিণীর সাথে নিত্ত সমভাবে অবস্থিত হয়—এর দ্বারা যুগনদ্ধা বজ্রসত্ত্বা দর্শিত হয়েছে, এই (ব্যাখ্যা)।

ইতি আচার্যপাদ কৃত *দোহাকোষ* মেখলা টীকা সমাপ্ত।
শুভ সংবৎ নেপাল ১০২৭ এ শুক্ল (শুদ্ধ) চৈত্র ষষ্ঠী তিথিতে শুক্র বা বৃহস্পতি (গুরু) বারে (দিনে) লেখা হয়েছে। শুভ হোক।